[২০১৮] ১০ এস সি আর ৩৯০

অন্ধ্রপ্রদেশ ট্রান্সমিশন কর্পোরেশন লিমিটেড ও অন্যান্যরা

বনাম

এম/এস, জি. এম. আর. ভেমাগিরি পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড এবং আরেকজন

(২০১৪ সালের দেওয়ানি আপিল নং. ৮৭৪৭)

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

[আর. এফ. নরিম্যান এবং নাভিন সিনহা, বিচারপতিদ্বয়]

চুক্তি – বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) – এর ব্যাখ্যা – আবেদনকারীর পূর্বসূরি, অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, ১৯৯৫ সালে স্বল্প সময়ে স্থাপনযোগ্য গ্যাস/ন্যাফথা/জ্বালানি তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান করে – উত্তরদাতা একটি সফল দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে – উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ৩১/০৩/১৯৯৭ তারিখে একটি পিপিএ সম্পাদিত হয়, যার অধীনে ন্যাফথা ছিল মূল জ্বালানি এবং গ্যাস ছিল বিকল্প জ্বালানি - ২০০৩ সালে, পিপিএ সংশোধিত হয় এবং সেখানে গ্যাসকে মূল জ্বালানি ও ন্যাফথাকে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে নির্ধারণ করা হয় – পরে ২০০৭ সালে পিপিএ আরও একবার সংশোধন করা হয়, এবং 'জ্বালানি' শব্দটির পরিধি সীমাবদ্ধ করে শুধু 'প্রাকৃতিক গ্যাস'-এ নিয়ে আসা হয় – উত্তরদাতা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পুনরায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (আরএলএনজি) ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে, যেহেতু আরএলএনজি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ – প্রশ্ন এই যে, পিপিএ-এর ধারায় ব্যবহৃত 'জ্বালানি' শব্দটি কি শুধুমাত্র 'প্রাকৃতিক গ্যাস' বোঝায়, নাকি তাতে আরএলএনজিও অন্তর্ভুক্ত - স্থির করা হল ঃ কোনও অস্পষ্টতা দেখা দিলে, চুক্তির শর্তাবলীর ব্যাখ্যা করতে হবে পক্ষগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে পৌঁছানোর জন্য, আদান-প্রদানকৃত চিঠিপত্র সহ, আশেপাশের সমস্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এবং পরবর্তীতে কোনও পক্ষ যা দাবি করতে পারে তা নয় যা উদ্দেশ্য ছিল বা পরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - গ্যাসের ঘাটতি পূরণের জন্য আরএলএনজি ব্যবহারের অনুমতির জন্য আপিলকারীর কাছে উত্তরদাতার চিঠি, যার মধ্যে এর ব্যবহার স্বীকার করার অনুরোধ করা হয়েছে - আপীলকারী তার জবাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, চুক্তির অধীনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত অন্য কোনো জ্বালানি ব্যবহার করা যাবে না এবং 'জ্বালানি' শব্দের সংজ্ঞার মধ্যে পুনরায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (আরএলএনজি) কখনোই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আপীলকারী আরএলএনজি সরবরাহের জন্য স্পট সাপ্লাই চুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, কারণ আরএলএনজি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট খরচ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট খরচের তুলনায় অধিক - অতএব, চুক্তি অনুযায়ী, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে, উভয় পক্ষের অভিপ্রায় ছিল যুক্তিসঙ্গত মূল্যের জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, যাতে শেষপর্যন্ত ভোক্তাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়

সুতরাং, জ্বালানির বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস নির্বাচিত হওয়াটিকে কেবলমাত্র তার প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবেই বোঝা উচিত — উত্তরদাতা সুস্পষ্টভাবে জানতেন যে, পক্ষসমূহের বোঝাপড়া অনুযায়ী আরএলএনজি (রেগ্যাসিফাইড লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস) কখনওই প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না, যদিও এটি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ হতে পারে — পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ন্ত্রক বোর্ড আইন, ২০০৬ – ধারা ২(য ক)(i) হস্তলিখিত ও দলিলপত্র – বাণিজ্যিক দলিল – তার ব্যাখ্যা – সিদ্ধান্ত: একটি বাণিজ্যিক দলিলকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যাতে তা পক্ষসমূহের মূল অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায় – কেবল সেই পরিস্থিতিতেই এমন ব্যাখ্যা কল্পনা করা যেতে পারে, যেখানে অন্তর্নিহিত কোন শর্ত চুক্তির কার্যকারিতা বজায় রাখতে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় – যদি চুক্তিটি তার সরল অর্থে পক্ষসমূহের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তবে কেবলমাত্র কোনও পক্ষের ধারণা বা আদালতের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে অন্তর্নিহিত শর্ত যুক্ত করা সমীচীন নয়।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশ: ১) একটি চুক্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা নিরাপদ নয়, যেখানে চুক্তির একটি মাত্র ধারাকে বেছে নিয়ে, তাতে "জ্বালানি" সংজ্ঞায়িত করে, তার উপর প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয় যে রেগ্যাসিফাইড লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস (আরএলএনজি), যেহেতু এটি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ, তাই সেটিকে চুক্তিতে "জ্বালানি"র সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার অভিপ্রায় ছিল। চুক্তির শর্তাবলীকে তাদের স্বাভাবিক ও সরল অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে, পক্ষসমূহ কী অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং কী অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি সে অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে, যা প্রকাশ্যভাবে বর্জনের থেকে পৃথক। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পরিভাষার পরীক্ষাও প্রয়োগ করতে হবে এই মর্মে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক মহল উভয় ধরনের গ্যাসকে সমার্থক এবং পরিবর্তনযোগ্য বলে গণ্য করে কি না। পরিষ্কারভাবে, উত্তর হবে নেতিবাচক, কারণ আরএলএনজি আমদানির প্রয়োজন, অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ জড়িত এবং এর ফলে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে।

২) যদি কোনো অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, তবে চুক্তির শর্তসমূহ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও পরিস্থিতি, সহিত পক্ষগুলোর মধ্যে আদান-প্রদানকৃত পত্রালাপ বিবেচনায় নিতে হবে, যাতে প্রকৃত অভিপ্রায় নির্ধারণ করা যায়। কেবলমাত্র এক পক্ষ পরবর্তীকালে যা দাবি করতে পারে বা পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে বলতে পারে, তা ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক এবং আরেকজন বনাম কে. মোহান্দাস এবং অন্যান্য (২০০৯) ৫ এসসিসি ৩১৩ : [২০০৯] ৫ এসসিআর ১১৮ – উদ্ধৃত।

৩) প্রত্যুত্তরকারীর ০৭.০৮.২০১২ এবং ২৭.০৮.২০১২ তারিখের চিঠিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা থেকে বোঝা যায় যে তারা নিজেদের কোনো ভুল ধারণায় ছিল না যে আরএলএনজি কখনোই চুক্তির আওতায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রত্যুত্তরকারী কেজি-ডি৬ বেসিন থেকে গ্যাসের ঘাটতি পূরণের জন্য আরএলএনজি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিল এবং তার ব্যবহার স্বীকার করার অনুরোধ করেছিল। প্রত্যুত্তরকারীর দাবি যে এগুলো শুধুমাত্র জানানো হয়েছে এবং আরএলএনজি ব্যবহারের অনুমতির জন্য অনুরোধ ছিল না, তা চিঠির স্পষ্ট ভাষার মাধ্যমে অস্বীকারযোগ্য। আপিলকারী ১০/০৯/২০১২ তারিখের জবাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিল যে চুক্তির অধীনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত অন্য কোনো জ্বালানি ব্যবহার করা যাবে না এবং আরএলএনজি কখনো জ্বালানির সংজ্ঞায় বিবেচিত হয়নি। তারা আরএলএনজি সরবরাহের স্পট সরবরাহ চুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, কারণ আরএলএনজি থেকে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের খরচ .৯-১০ টাকা , যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউনিট প্রতি খরচ রু.৩/- মাত্র। এর পরেই প্রত্যুত্তরকারী কমিশনের কাছে গিয়েছিল। প্রত্যুত্তরকারীর যুক্তিপত্র আরও নিশ্চিত করে যে তারা নিজেই বুঝেছিল যে আরএলএনজি কখনো জ্বালানির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না, যা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

৪) বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর ধারা ১১-এর অধীনে যথাযথ আদেশের পরে, স্বল্প সময়ের জন্য, জরুরি পরিস্থিতিতে এক বা দুটি অনুষ্ঠানে আরএলএনজি-র বিক্ষিপ্ত ব্যবহার, ২xসেপশনকে এই যুক্তি দেওয়ার জন্য আদর্শ করে তুলতে পারে না যে আরএলএনজি শব্দটি জ্বালানীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বা আপিলকারী এর ব্যবহারে সম্মত হয়েছিলেন। আপিলকারীর দ্বারা মওকুফের প্রশ্ন বা অনুমোদন এবং প্রত্যাখ্যানের নীতির প্রয়োগ মামলার তথ্যে উদ্ভূত হয় না।

৫) বর্তমানটি ছিল এমন একটি চুক্তি যা সেই জ্বালানী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কেনার জন্য করা হয়েছিল, যার মূল্য যুক্তিসঙ্গত ছিল যাতে করে একই জ্বালানী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, যা ভোক্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয়। সন্দেহাতীতভাবে, জ্বালানীর খরচ ছিল আবেদনকারীর মনোযোগের প্রধান বিষয়।

যে প্রেক্ষাপটের মধ্যে মূলত পিপিএ (বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি) তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালের সংশোধনসমূহ, এবং চুক্তির বিষয়ে প্রতিপক্ষের নিজস্ব যোগাযোগ ও দায়িত্বগত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, "প্রাকৃতিক গ্যাস" শব্দের মধ্যে আরএলএনজি (পুনঃগ্যাসীয় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল কি না, সেই প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিহার রাজ্য ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বনাম গ্রিন রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ, (১৯৯০) ১ এসসিসি ৭৩১ : [১৯৮৯] ২ সম্পুরক এসসিআর ২৭৫ – উল্লেখিত।

৬) বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কমিশনের সামনে উত্তরদাতার দ্বারা কার্যধারা প্রবর্তন পর্যন্ত পক্ষগুলি তাদের আচরণ এবং লেনদেনের মাধ্যমে তাদের বোঝার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ছিল যে আরএলএনজিকে পিপিএ-র অধীনে "প্রাকৃতিক গ্যাস" শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

গেদেলা সত্যচিন্তানন্দ মূর্তি বনাম উপ-কমিশনার, ধর্মীয় সম্পত্তি বিভাগ, আন্ধ্রপ্রদেশ ও অন্যান্যরা, (২০০৭) ৫ এসসিসি ৬৭৭ : [২০০৭] ৬ এসসিআর ৭৬২ – উদ্‌ধৃত।

৭) একটি বাণিজ্যিক নথিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যাতে পক্ষগুলির মূল অভিপ্রায়ের সাথে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটে। এই ধরনের পরিস্থিতি তখনই বিবেচনা করা যেতে পারে যখন চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর করার জন্য অন্তর্নিহিত শব্দটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করা যেতে পারে। যদি চুক্তিটি পক্ষগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার সরল অর্থে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় তবে ব্যবসায়িক কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনও পক্ষের বা আদালতের বোঝার বিষয়ে অন্তর্নিহিত পদগুলি পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সত্য জৈন (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং অন্যান্যরা বনাম আনিস আহমেদ রুশদি (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং অন্যান্যরা, (২০১৩) ৮ এস. সি. সি ১৩১: [২০১৩] ৩ এস. সি. আর ৩১৯-এর উপর নির্ভরশীল।

৮) অতএব, এ থেকে অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, চুক্তির অধীন পক্ষগুলোর অভিপ্রায়, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে, ছিল যুক্তিসঙ্গত মূল্যের জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, যাতে শেষপর্যন্ত ভোক্তাদের কাছে বিদ্যুৎ যুক্তিসঙ্গত দামে সরবরাহ করা যায়। সুতরাং, জ্বালানির বিকল্প হিসেবে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাসের নির্বাচনকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাকৃতিক রূপে সীমাবদ্ধ হিসেবে বোঝা উচিত।

উত্তরদাতা ভালভাবেই জানতেন যে, আর. এল. এন. জি প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না, যা পক্ষগুলি বুঝতে পেরেছে, যদিও এটি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ হতে পারে।

অলিম্যাট ইন্ডিয়া (প্রা.) লি. ও অন্যান্যরা বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো. লি. ও অন্যান্যরা (২০০৫) ৯ এস সি সি ১৭৪ : [২০০৪] ৬ সম্পূরক এস সি আর ৫৩৫; টিম্বলো ইর্মাওস লি., মারগো বনাম জর্জ অ্যানিবাল মাতোস সেকুয়েরা ও অন্য (১৯৭৭) ৩ এস সি সি ৪৭৪ : [১৯৭৭] ২ এস সি আর ৪৫১; সাপ্পানি মোহামেদ মোহিদীন ও অন্য বনাম আর. ভি. সেতুসুব্রমানিয়া পিল্লাই ও অন্যান্যরা (১৯৭৪) ১ এস সি সি ৬১৫ : [১৯৭৪] ২ এস সি আর ৫৯৪; ট্রুটাফ সেফটি গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম বিক্রয় কর কমিশনার, উত্তর প্রদেশ (২০০৭) ৭ এস সি সি ২৪২ : [২০০৭] ৮ এস সি আর ৮৬০; ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এম/এস ডি. এন. রেভরি অ্যান্ড কো. ও অন্যান্যরা (১৯৭৬) ৪ এস সি সি ১৪৭ : [১৯৭৭] ১ এস সি আর ৪৮৩; নবহা পাওয়ার লি. বনাম পাঞ্জাব রাজ্য পাওয়ার কর্পোরেশন লি. ও আরেকজন (২০১৭) এস সি সি অনলাইন ১২৩৯; ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কাইজার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ইনক. (২০১৬) ৪ এস সি সি ১২৬ : [২০১৬] ১ এস সি আর ৩৬৪; অ্যাসোসিয়েশন অফ ন্যাচারাল গ্যাস ও অন্যান্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (২০০৪) ৪ এস সি সি ৪৮৯ : [২০০৪] ৩ এস সি আর ৫৩৪; খারদাহ কোম্পানি লি. বনাম রেমন অ্যান্ড কো. (ভারত) প্রাইভেট লি. [১৯৬৩] ৩ এস সি আর ১৮৩ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৪] ৬সম্পুরকএসসিআর ৫৩৫	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৭] ৬এসসিআর ৭৬২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৭৭] ২এসসিআর ৪৫১	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৭৪] ২এসসিআর ৫৯৪	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৭] ৮এসসিআর ৮৬০	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৭৭] ১এসসিআর ৪৮৩	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০১৬] ১এসসিআর ৩৬৪	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৪] ৩এসসিআর ৫৩৪	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৬৩]৩এসসিআর ১৮৩	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০০৯] ৫এসসিআর ১১৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৮৯] ২সম্পুরকএসসিআর ২৭৫	উল্লেখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৩] ৩এসসিআর ৩১৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৪ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৮৭৪৭ ।

২০১৩ সালের ২২২ নং আপিল নং বিদ্যুৎ আপিল ট্রাইব্যুনালের ৩০/০৬/২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত ।

আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবী বাসব প্রভু এস. পাতিল, প্রবীণ আইনজীবী সুশ্রী প্রেমা সিং, গুন্টুর প্রভাকর, গীত আহুজা ।

উত্তরদাতাদের পক্ষে বিকাশ সিং, প্রবীণ আইনজীবী, অমিত কাপুর, সুশ্রী অপূর্ব মিশ্র, সুশ্রী রাভিনা ধমিজা, সুশ্রী দীপিকা কালিয়া, সুশ্রী রাহাত শর্মা, শিব রাম পান্ডে, পুখরামবাম রমেশ কুমার ।

'আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করেছিলেন

নাভিন সিনহা, বিচারপতি- ১) বর্তমান আবেদনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিতর্কটি হল, বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির ১.১.২৭ ধারায় ব্যবহৃত "জ্বালানি" শব্দের (এরপরে 'পিপিএ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অর্থ "শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস" নাকি পুনর্ব্যবহৃত তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এরপরে 'আরএলএনজি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২) অন্ধ্রপ্রদেশ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (এরপরে "কমিশন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), ২০১৩ সালের ২০ নং ও. পি.-তে, উত্তরদাতার পছন্দ অনুযায়ী, বলেছিল যে পি. পি. এ-তে "জ্বালানি" শব্দটি কেবল তার প্রাকৃতিক আকারে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বোঝায় এবং এতে আর. এল. এন. জি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস এবং আর. এল. এন. জি-র ভৌত গঠন একই হওয়ার কারণে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্তরদাতার আর. এল. এন. জি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অধিকার দেয় না, যা আরও ব্যয়বহুল এবং দেশীয়ভাবে উপলব্ধ ছিল না, যা এর দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট সরবরাহকে প্রভাবিত করে, কারণ শেষ পর্যন্ত গ্রাহককে আরও বেশি অর্থ দিতে হবে।

৩) ২০১৩ সালের আপিল নং ২২২-এ প্রত্যর্থীর দ্বারা দায়ের করা বিতর্কিত আদেশে আপিল ট্রাইব্যুনাল বলেছে যে, পূর্ববর্তী পি. এ-তে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি যেমন নাফথা ইত্যাদি মুছে ফেলার প্রেক্ষাপটে পি. পি. এ-তে শুধুমাত্র "প্রাকৃতিক গ্যাস"-এর পরে "শুধুমাত্র" শব্দটির ব্যবহারকে বুঝতে হবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস শব্দটির অর্থকে আর. এল. এন. জি-কে বাদ দেওয়ার জন্য সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্য কখনই ছিল না, যা প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ ছিল এবং অ্যানাল্টারনেট জ্বালানির বিভাগে আসেনি। এটি আরও বলে যে, আর. এল. এন. জি-এর উচ্চ মূল্য চুক্তি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য একটি নির্ধারক কারণ হতে পারে না, বিশেষ করে কেজি-ডি৬ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপলব্ধতার ক্ষেত্রে এটি গ্রহণযোগ্য একটি ঝুঁকি ছিল। পিপিএ-তে কোনও সংশোধন ছাড়াই এর আগেও বেশ কয়েকবার আরএলএনজি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৪) আপিলকারী প্রতিষ্ঠানটির পূর্বসূরি, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, ১৯৯৫ সালের মে মাসে রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান পূরণের জন্য স্বল্প সময়ে স্থাপনযোগ্য গ্যাস/ন্যাফথা/ফুয়েল অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ৩১/০৩/১৯৯৭ তারিখে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একটি পিপিএ (পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে ন্যাফথাকে প্রাথমিক জ্বালানি এবং গ্যাসকে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ন্যাফথার উচ্চমূল্য বিবেচনায় নিয়ে, মার্চ ২০০০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার গ্যাসকে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পর, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় ০৫/০৬/২০০০ তারিখে প্রতিপক্ষকে কেজি-ডি৬ বেসিন থেকে প্রাপ্ত ১.৬৪ এমএমএসসিএমডি (মিলিয়ন মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার পার ডে) প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ দেয়, যা গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড(জি এ আই এল)-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এর ফলে, ৩১/০৮/২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ এবং জি এ আই এল-এর মধ্যে একটি গ্যাস সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর, ১৮/০৬/২০০৩ তারিখে পিপিএ সংশোধিত হয় এবং গ্যাসকে প্রাথমিক জ্বালানি এবং ন্যাফথাকে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। পিপিএ আরও একবার ০২/০৫/২০০৭ তারিখে সংশোধিত হয়, যেখানে 'জ্বালানি' শব্দটি শুধুমাত্র "প্রাকৃতিক গ্যাস"-এ সীমাবদ্ধ করা হয়। তিনটি পিপিএ'র একটি তুলনামূলক অবস্থা উপস্থাপন করা যেতে পারে যা উপকারী হবে।

৩১/০৩/১৯৯৭ তারিখের পি পি এ	**১৮/০৬/২০০৩ তারিখে পি পি এ-র সংশোধনী চুক্তি**	**০২/০৫/২০০৭ তারিখের সংশোধনী চুক্তি**
"১.১.২৭) "জ্বালানি" বলতে বোঝায় গ্যাস, ন্যাফথা, লো সালফার হেভি স্টক অথবা ফার্নেস অয়েল এবং অনুরূপ অন্যান্য, যা প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত, প্রকল্পের এক বা একাধিক ইউনিট দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অথবা ন্যাফথার অনুপলব্ধতার ক্ষেত্রে উপরোক্ত যেকোনোটি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।"	১.১.২৭) "জ্বালানি" বলতে বোঝায় **প্রাকৃতিক গ্যাস**, যা প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের এক বা একাধিক ইউনিট দ্বারা ব্যবহৃত হবে অথবা প্রাথমিক জ্বালানির অনুপলব্ধতার ক্ষেত্রে **ন্যাফথা অথবা লো সালফার হেভি স্টক** এবং অনুরূপ অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।"	১.১.২৭) "জ্বালানি" বলতে বোঝায় **শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস**।

৫) অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রাধিকারের কারণে গেইল চুক্তির অধীনে গ্যাস সরবরাহ করতে অক্ষম হওয়ায়, উত্তরদাতাকে মেসার্স রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (আরআইএল)-এর কাছ থেকে গেইলের দামে প্রাকৃতিক গ্যাস কেনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। উত্তরদাতা, ০৭/০৮/২০১২ এবং ২৭/০৮/২০১২-এ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি হিসাবে আরএলএনজি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন। আবেদনকারী ১০/০৯/২০১২-তে অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে, ০২/০৫/২০০৭ তারিখের পিপিএ-এর অধীনে, জ্বালানির অর্থ "শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস" এবং আরএলএনজি অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যার দাম অনেক বেশি ছিল যা গ্রাহকদের চূড়ান্ত ক্ষতির জন্য একই থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট মূল্যকে প্রভাবিত করে।

৬) আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বাসব প্রভু পাতিল বলেন, পি. পি. এ-র অধীনে কেবল প্রাকৃতিক গ্যাসই ছিল তার প্রাকৃতিক রূপ যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছিল। কেবলমাত্র আর. এল. এন. জি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ হতে পারে বলে এটিকে পি. পি. এ-র অধীনে জ্বালানির সংজ্ঞার মধ্যে আনার পক্ষে যথেষ্ট হবে না। আর. এল. এন. জি-র দাম প্রাকৃতিক গ্যাসের চেয়ে তিন থেকে চার গুণ বেশি হওয়ায় কমিশন যথাযথভাবে বলেছিল যে, আর. এল. এন. জি-কে কখনই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষগুলির উদ্দেশ্য ছিল না।

৭) চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত 'জ্বালানি' শব্দটিকে কেবল পক্ষগুলির ইচ্ছানুযায়ী প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এর স্বাভাবিক অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। আর এল এন জি -কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংজ্ঞাটি এমনভাবে প্রসারিত করা যায়নি, কারণ পক্ষগুলি কখনও একই উদ্দেশ্য করেনি। সংজ্ঞায় কোনও অন্তর্নিহিত অর্থ বা উদ্দেশ্য দ্বারা কোনও অন্তর্ভুক্তির নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য ভাষায় কোনও অস্পষ্টতা নেই। এমনকি যদি পক্ষগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও অস্পষ্টতা থাকে, তবে প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যবহৃত শব্দগুলির সরল অর্থ থেকে সংগ্রহ করতে হবে, যা সমস্ত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং নথির সাথে একত্রে পড়া হয়। সাধারণ ভাষাগত পরীক্ষা প্রয়োগ করে, আর এল এন জি ব্যবসায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সমার্থক ছিল না এবং বিনিময়যোগ্যও ছিল না, কারণ পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত প্রক্রিয়া এবং ফলস্বরূপ আমদানি সহ উচ্চতর খরচ জড়িত ছিল, যা কম দামে এবং অভ্যন্তরীণভাবে উপলব্ধ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আলাদা।

৮)৩১/০৩/১৯৯৭ তারিখের পি. পি. এ-র অধীনে নাফথা ছিল প্রাথমিক জ্বালানি এবং গ্যাস ছিল একটি বিকল্প জ্বালানি। ৩ নং প্রকরণটি দেশীয় এবং আমদানি ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে জ্বালানির চার্জ সংজ্ঞায়িত খরচ নিয়ে কাজ করে। পি. পি. এ জ্বালানি সরবরাহ কমিটির দ্বারা জ্বালানি সরবরাহ চুক্তির অনুমোদনের কথা বিবেচনা করেছিল, যাতে যুক্তিসঙ্গত দাম নিশ্চিত করা যায় কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ ভোক্তার স্বার্থে সর্বাধিক বিবেচনার বিষয় ছিল।

নাফথার দাম বেশি হওয়ায়, পি. পি. এ হয়ে যায়নাফথার দাম বেশি হওয়ায়, পি. পি. এ হয়ে যায় ১৮/০৬/২০০৩-এ প্রাকৃতিক গ্যাসকে প্রাথমিক জ্বালানি এবং নাফথা বিকল্প জ্বালানি হিসাবে সংশোধন করা হয়েছে। যদি আরএলএনজি পক্ষগুলির বিবেচনায় থাকত এবং প্রাকৃতিক গ্যাস শব্দটির মধ্যে পড়ে বলে মনে করা হত, তবে পিপিএ-তে সংশোধনী অনুমোদন করার সময় কমিশনের আলোচনার সময় এটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা হত, বিশেষত দামের পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে। এই ধরনের অনুপস্থিতি এটি প্রকাশ করে যে দলগুলি কখনই প্রাকৃতিক গ্যাস শব্দটিতে আরএলএনজি অন্তর্ভুক্ত করতে চায়নি। ০২/০৫/২০০৭ তারিখের তৃতীয় পিপিএ-তে "শুধুমাত্র" "প্রাকৃতিক গ্যাস"-এর পরে "শব্দের তাৎপর্য দৃষ্টি হারানো যায় না। এই উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে এটি প্রয়োজনীয় ছিল যে দলগুলি পরিচালিত মূল্য প্রক্রিয়া এবং জ্বালানি সরবরাহ কমিটি ভেঙে ফেলার ফলে অন্যান্য ব্যয়বহুল বিকল্প জ্বালানির আশ্রয় নিতে পারে।

৯) এই সত্য যে আর এল এন জি একটি বিদ্যুৎ সংকটের চরম পরিস্থিতিতে ১৬/০৪/২০০৯ থেকে ২৩/০৪/২০০৯ পর্যন্ত সাত দিনের স্বল্প সময়ের জন্য অথবা পুনরায় ১৫/০২/২০১১ থেকে ৩১/০৫/২০১১ পর্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর ধারা ১১ অনুসারে বিশেষ আদেশের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—এই বিষয়টিকে টেনে এনে বলা যাবে না যে আর এল এন জি-কে প্রাকৃতিক গ্যাস শব্দের পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার অভিপ্রায় ছিল। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের খরচ ছিল প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ₹১.৭৫, যেখানে আর এল এন জি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের খরচ হয় ₹৪.৬৩ প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং এই স্বল্প সময়ের জন্য আর্থিক বোঝা ছিল ৪২৭ কোটি টাকা। মার্চ ও এপ্রিল মাসে আর এল এন জি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয় ৯/- টাকা ধরে, যেখানে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রতি ইউনিট ব্যয় ছিল ₹৩/-, যার ফলে দৈনিক আর্থিক বোঝা দাঁড়ায় ₹৩.৭ কোটি। এই ব্যতিক্রমগুলোকে কখনোই সাধারণ নিয়ম হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না যাতে ধরে নেওয়া যায় যে আর এল এন জি ব্যবহারের বিষয়টি সর্বদা পক্ষদ্বয়ের বিবেচনায় ছিল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পরিভাষার মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করার অভিপ্রায় ছিল। এই কথাই প্রমাণ করে যে প্রতিপক্ষ ০৭/০৮/২০১২ ও ২৭/০৮/২০১২ তারিখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আর এল এন জি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিল, যা স্পষ্ট করে যে তার নিজের উপলব্ধি অনুসারে, পক্ষদ্বয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী আর এল এন জি প্রাকৃতিক গ্যাস পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আপিলকারী ১০/০৯/২০১২ তারিখে দেওয়া তার জবাবে পুনরায় উল্লেখ করে যে, আর এল এন জি পিপিএ-এর আওতার মধ্যে পড়ে না, যেটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস-এ সীমাবদ্ধ, এবং এই বিষয়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচের পার্থক্যের কথাও তুলে ধরে।

১০) একটি চুক্তিপত্রের ব্যাখ্যা সেই ভাষার প্রেক্ষিতে করতে হয় যেভাবে তা রচিত হয়েছে, এবং যে প্রেক্ষাপটে তা প্রণীত হয়েছে, তা-ও বিবেচনায় রাখতে হয়। একটি চুক্তির প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা, যদি তা প্রাসঙ্গিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তা ব্যবহার করে চুক্তিকে নতুনভাবে পুনর্ব্যাখ্যা করা যায় না এবং পক্ষদ্বয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না—বিশেষ করে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করে যা কখনোই অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না, যার ফলে চুক্তির এক পক্ষের ক্ষতি হয় এবং অপর পক্ষ অন্যায় সুবিধা পায়।

একটি প্রাথমিক বিবেচনার বিষয় হবে চুক্তির শর্তাবলী এবং তাদের আচরণ থেকে প্রতিফলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পক্ষগুলির বোঝাপড়া। চুক্তিটি একটি বাণিজ্যিক নথি হওয়ায়, এর কার্যকারিতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়েছিল। পলিম্যাট ইন্ডিয়া (প্রাইভেট) লিমিটেড ও আরেকজন বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যান্যরা, ২০০৫ (৯) এস.সি.সি. ১৭৪; গেদেলা সচ্চিদানন্দ মূর্তি বনাম উপ-কমিশনার, এনডোয়মেন্টস বিভাগ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও অন্যান্যরা, ২০০৭ (৫) এস.সি.সি. ৬৭৭; টিমবলো ইরমাওস লিমিটেড, মারগো বনাম জর্জ আনিবাল মাতোস সেকেইরা ও অন্যান্যরা, ১৯৭৭ (৩) এস.সি.সি. ৪৭৪; সাপ্পানি মোহামেদ মোহিদিন ও আরেকজন বনাম আর. ভি. সেথুসুব্রমানিয়া পিল্লাই ও অন্যান্যরা, ১৯৭৪ (১) এস.সি.সি. ৬১৫; ট্রুটাফ সেফটি গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম বিক্রয় কর কমিশনার, উত্তরপ্রদেশ, (২০০৭) (৭) এস.সি.সি. ২৪২; ভারত সরকার বনাম মেসার্স ডি. এন. রেভরি অ্যান্ড কোম্পানি ও অন্যান্যরা, ১৯৭৬ (৪) এস.সি.সি. ১৪৭; পাওয়ার লিমিটেড বনাম পাঞ্জাব স্টেট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড ও অন্যান্যরা, ২০১৭ এস.সি.সি. অনলাইন ১২৩৯ ; ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কাইসার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ইনকর্পোরেটেড, ২০১৬ (৪) এস.সি.সি. ১২৬।

১১)শ্রী বিকাশ সিং, সম্মানীয় জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, যিনি প্রতিপক্ষের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তিনি উপস্থাপন করেন যে, মূল প্রস্তাবিত মূল্য নথিপত্রে জ্বালানি আমদানিরও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং জ্বালানির টাই-আপ বা সংযোগ নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল দরপত্রদাতার উপর। প্রতিপক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে প্রায় ₹১,১৫৩.১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল, যার মধ্যে ৬৮.২৯% অর্থায়ন এসেছিল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি গত ১১ বছরে মাত্র প্রায় ৬৪ মাস অস্থায়ীভাবে পরিচালিত হয়েছে। আর এল এন জি-র প্রাপ্যতা সম্পর্কিত ঘোষণা গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে আপিলকারীর আচরণ ছিল অযৌক্তিক। আপিলকারী ভালভাবেই জানতেন যে ভবিষ্যতে গ্যাসের দামে বৃদ্ধি হতে পারে, বিশেষ করে প্রশাসনিক মূল্যনির্ধারণ ব্যবস্থার বিলুপ্তির পরে, যা মূল্যস্ফীতিসহ বাজার-নির্ভর গ্যাস মূল্যের দিকেই নিয়ে যাবে। অতএব, কেবলমাত্র এই যুক্তিতে যে আর এল এন জি-র মূল্য বেশি, এটি বলা যায় না যে এটি কখনোই প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে ছিল না বা এটি ভোক্তার স্বার্থের পরিপন্থী। আর এল এন জি মূলত একটি প্রাকৃতিক গ্যাসেরই রূপ, যা গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরের জন্য সংকুচিত করা হয়, যাতে এর আয়তন হ্রাস পায় এবং নিরাপদ ও স্থিতিশীলভাবে পরিবহন করা যায়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর এটি পুনরায় গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত (রিগ্যাসিফায়েড) করা হয় এবং পরে ভোক্তার কাছে সরবরাহ করা হয়।

১২) দ্বিতীয় পিপিএ-তে ব্যবহৃত "প্রাকৃতিক গ্যাস" শব্দের পরে "ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে" শব্দগুলি মুছে ফেলা এবং তৃতীয় পিপিএ-তে "শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস" শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা প্রাকৃতিক গ্যাস শব্দটিকে আরও বিস্তৃত অর্থ এবং বিস্তার দিয়েছে যাতে এটি আরএলএনজি-র আওতায়ও আসে। ১৮/০৬/২০০৩ তারিখের পিপিএ-তে "আমদানি চার্জ" মুছে ফেলার কোনও গুরুত্ব ছিল না কারণ পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রকল্প সাইটে আরএলএনজি সরবরাহ করা হবে এবং জ্বালানির দাম প্রকল্প সাইটে মিটারিং পয়েন্টে থাকবে, যা আমদানি ব্যয় সহ হবে। স্পষ্টতই আরএলএনজি-র আমদানির জন্য গেইল দ্বারা কোনও পৃথক চার্জ থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সরবরাহ ছিল, আপীল/আপীলের মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে না।

১৩) পিপিএ-র অধীনে "প্রাকৃতিক গ্যাস" (natural gas) শব্দটির কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। ২০০৬ সালের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ন্ত্রক বোর্ড আইন,২০০৬ -এর ২(য ক)(i) ধারা অনুসারে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে উভয়ই— তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এল এন জি) এবং পুনরায় গ্যাসীকৃত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (আর এক এন জি)—অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে একাধিকবার আপিলকারীগণ নিজেরাই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আর এক এন জি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। এটি এই বিষয়টির প্রমাণ যে পিপিএ-র আওতায় আর এক এন জি-কে বাদ দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কেবলমাত্র তখনই আপিলকারী আর এক এন জি প্রকল্পটি কার্যকর করার বিষয়ে প্রতিপক্ষের লিখিত চিঠির পর, আপিলকারী ২৭.০৩.২০১৫ তারিখে উত্তর দিয়ে আর এক এন জি-কে পিপিএ -র শর্তাবলীর বাইরে বলে আপত্তি তোলে। ০৭/০৮/২০১২ ও ২৭/০৮/২০১২ তারিখের চিঠিতে প্রতিপক্ষ কখনোই আপিলকারীর নিকট আর এক এন জি ব্যবহারের অনুমতি চায়নি, বরং কেবলমাত্র সেই বিষয়ে অবগত করেছিল যা পি পি এ-র অধীনেই অনুমোদিত ছিল। নিয়ন্ত্রিত মূল্য ব্যবস্থাপনা এবং জ্বালানি সরবরাহ কমিটিবিলুপ্ত হওয়ার পর, আপিলকারীর সম্মতি বা অনুমোদনের আর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

১৪) আপিলকারী নিজে একাধিকবার আর এল এন জি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার পর এখন এটি বাদ দেওয়ার কথা বলতে পারে না, বিশেষ করে যখন চুক্তি (পি পি এ) স্পষ্টভাবে এর অন্তর্ভুক্তির ইঙ্গিত দেয়। বিকল্পভাবে বলা যায়, আপিলকারী একাধিকবার এর ব্যবহার অনুমোদন করার মাধ্যমে আর এল এন জি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকার ত্যাগ করেছে। আপিলকারীকে একসঙ্গে অনুমোদন ও অস্বীকৃতি—উভয়ই করতে দেওয়া যায় না। প্রাকৃতিক গ্যাস সমিতি ও অন্যান্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা, ২০০৪ (৪) এস সি সি ৪৮৯ মামলায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ সেল এখন ০১/০৪/২০১৬ থেকে ৩০/০৯/২০১৬ সময়কালের জন্য গভীরসমুদ্র, অতিগভীরসমুদ্র এবং উচ্চচাপ-উচ্চতাপমাত্রা এলাকায় আবিষ্কৃত গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপণনের জন্য মূল্য নির্ধারণ সহ মূল্য নির্ধারণের স্বাধীনতা প্রদান করেছে, যার মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ইউএস$ ৬.৬১/এমএমবিটিইউ (জি সি ভি ভিত্তিতে)।

০৫/০৫/২০১৬ তারিখে প্রতিপক্ষ আপিলকারীকে লিখিতভাবে জানায় যে, জি এ আই এল জানিয়েছে, ওএনজিসি তাদের গভীরসমুদ্র ক্ষেত্র—এস১ এবং ভি এ ক্ষেত্র থেকে কেজি বেসিনে গ্যাসের প্রাপ্যতার ইঙ্গিত দিয়েছে ৬.৩$/এমএমবিটিইউ হারে, যা মঞ্জুর করা হয়নি, কারণ এটি পি পি এ-র পরিধির বাইরে।

১৫) আমরা পক্ষগুলির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের সাথে একমত নই।

১৬) বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক জ্বালানি হিসাবে নাফ্থাকে ব্যবহার করার জন্য প্রদত্ত ৩১.০৩.১৯৯৭ তারিখের মূল পিপিএ একটি বিকল্প জ্বালানি ছিল। আমদানিও অনুমোদিত ছিল। জ্বালানি সরবরাহ কমিটি দ্বারা দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল, উভয়ই যুক্তিসঙ্গত রাখার জন্য এবং সস্তা বিকল্পটি সর্বদা ব্যবহার করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। ২০০০ সালের মার্চ মাসে, অন্ধ্র প্রদেশ সরকার, ব্যয়ের কারণে, প্রাথমিক জ্বালানি হিসাবে গ্যাস প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নাফ্থাকে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে পরিণত করা হয়, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক দ্বারা প্রাকৃতিক গ্যাসের বরাদ্দ এবং উত্তরদাতা এবং গেইলের মধ্যে একটি চুক্তি কার্যকর করার জন্য। তারপরে গ্যাসকে প্রাথমিক জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ১৮/০৬/২০০৩ এর উপর পিপিএ সংশোধন করা হয়েছিল। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উৎপাদক যে অন্যান্য ব্যয়বহুল জ্বালানির ব্যবহারও করতে পারে—এই উপলব্ধি থেকেই ০২/০৫/২০০৭ তারিখে তৃতীয় সংশোধিত পি পি এ চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা 'জ্বালানি'-র সংজ্ঞাকে শুধুমাত্র "প্রাকৃতিক গ্যাস" পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে।

১৭) এটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে, পি পি এ-র সংশোধনের উভয় পর্যায়েই, ১৯৯৮ সালের অন্ধ্র প্রদেশ বিদ্যুৎ সংস্কার আইন, ধারা ২১(৫)-এর অধীনে কমিশনের সামনে পরিচালিত কার্যধারায়, কোনো পক্ষই আর এল এন জি-কে "প্রাকৃতিক গ্যাস" শব্দের আওতায় জ্বালানি হিসেবে উপলব্ধ থাকার বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেনি এবং আলোচনাটি শুধুমাত্র "প্রাকৃতিক গ্যাস" পর্যন্তই সীমিত ছিল। যদি পক্ষগণ ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য রাখত, অথবা প্রতিপক্ষের মনে যদি এমন কোনো ধারণা থাকত যে আর এল এন জি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ এবং সেই অনুযায়ী এটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, সেইসাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় তার প্রাপ্যতার প্রসঙ্গ—তাহলে নিঃসন্দেহে এটি কমিশনের সামনে আলোচনায় উঠে আসত।

এই অনুপস্থিতি, আর এল এন জি-র আমদানি করা প্রয়োজনীয়তা, ১৮/০৬/২০০৩ তারিখের পি পি এ চুক্তি থেকে আমদানিসংক্রান্ত ধারা মুছে ফেলা, এবং আর এল এন জি-র উচ্চ মূল্য—এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটি অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, আর এল এন জি যদিও প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ হতে পারে, তবুও পক্ষগণের মনোভাবে কখনোই এটি "প্রাকৃতিক গ্যাস" শব্দের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এটি যুক্তিসঙ্গত যে, যদি খরচের কারণে ন্যাপথাকে প্রাথমিক জ্বালানি থেকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় সংশোধিত পি পি এ-তে বিকল্প জ্বালানি করা হয়ে থাকে, তাহলে খরচের বিষয়টি উপেক্ষা করে আর এল এন জি-কে "শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস"-এর সংজ্ঞার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি কোনোভাবেই যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

১৮)ভুল প্রশ্ন অনিবার্যভাবে ভুল উত্তরের দিকে নিয়ে যায়। বর্তমানে যে প্রশ্নটি বিবেচনার বিষয়, তা হলো না যে আর এল এন জি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ কি না, বরং প্রশ্নটি হলো—পক্ষগণ কি গ্যাসীয় জ্বালানির কোনো রূপকে, দেশীয় বাজার থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক অবস্থার প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত, চুক্তির পরিসর থেকে বাদ দিতে চেয়েছিল কি না, গ্যাসের মূল্যের বিষয়টি মাথায় রেখে, যা শেষ পর্যন্ত ভোক্তার জন্য প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করবে। পি পি এ একটি কারিগরি বাণিজ্যিক দলিল। এটি এমন ব্যক্তিদের দ্বারা খসড়া করা হয়েছে যারা ব্যবসার সঙ্গে সুপরিচিত। চুক্তিতে ব্যবহৃত আর এল এন জি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস শব্দদ্বয় সমার্থক বা পরিবর্তনযোগ্য নয়। চুক্তি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কার্যকারিতা-এর নীতিটিও মাথায় রাখতে হবে। চুক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে পক্ষগণের ধারণা অনুযায়ী এর প্রকৃত পরিসর ও তাৎপর্য বোঝার জন্য প্রথমে চুক্তির শর্তাবলী পাঠ করতে হবে। চুক্তির মধ্যে কোনো শব্দ বাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা নিরাপদ নয়। খড়দা কম্পানি লিমিটেড বনাম র‍্যামন অ্যান্ড কোম্পানি (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৬৩ (৩) এস সি আর ১৮৩ মামলায় চুক্তি ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়েছিলঃ

"১৮) ... আমরা একমত যে যখন কোনো চুক্তি লিখিত আকারে রূপান্তরিত হয়, তখন চুক্তিপক্ষদের মধ্যে সমঝোতার শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য কেবলমাত্র সেই লিখিত নথির দিকেই তাকাতে হবে; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে শুধুমাত্র ওই নথিতে যেসব শর্ত স্পষ্টভাবে ও নির্দিষ্ট শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল সেগুলিই পক্ষগণের মধ্যে চুক্তির শর্ত হতে পারে। যদি পুরো নথিটি পাঠ করে ন্যায্যভাবে এটি নির্ধারণ করা যায় যে ব্যবহার করা শব্দাবলীর মাধ্যমে পক্ষগণ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্মত হয়েছিল, তাহলে আইনে এমন কিছু নেই যা সেই শর্তটিকে প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেয়। চুক্তির শর্তাবলী প্রকাশ্য বা প্রকাশিত শব্দ থেকে অনুমিত হতে পারে। এটি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে চুক্তি ব্যাখ্যার প্রশ্ন। এবং আবারও, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোনো চুক্তির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চারপাশের প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতিগুলিকেও বিবেচনায় নেওয়া বৈধ।"

১৯) একই সংজ্ঞায়িত জ্বালানির একটি ধারা বেছে নিয়ে একটি চুক্তিকে ব্যাখ্যা করা নিরাপদ পদ্ধতি হবে না, ট্রুয়েটুফ সেফটি গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ (উপরে)-এ যেমন দেখা গেছে তেমন একটি প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রয়োগ করা হবে এবং তারপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে যে প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ হওয়ায়, আরএলএনজি-কে অন্তর্নিহিতভাবে জ্বালানির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। একটি চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষগুলির অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদের সরল অর্থ দিতে হবে যে কী অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল এবং কী অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি, যা একটি প্রকাশ্য বর্জন থেকে আলাদা। ব্যবসায়ের লোকেরা গ্যাসের দুটি রূপকে সমার্থক এবং বিনিময়যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করে কিনা সে সম্পর্কে বাণিজ্যিক কথোপকথন পরীক্ষাও প্রয়োগ করতে হবে। স্পষ্টতই উত্তরটি আরএনজিএল-এর আমদানি বিবেচনা করে নেতিবাচক হতে হবে, অতিরিক্ত প্রক্রিয়াগুলি জড়িত।

২০) যদি কোনো অস্পষ্টতা দেখা দেয়, তাহলে চুক্তির শর্তাবলী ব্যাখ্যা করতে হবে চারপাশের সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে—যেমন, পক্ষগণের মধ্যে আদান-প্রদান হওয়া পত্রব্যবহারসহ—যাতে পক্ষগণের প্রকৃত অভিপ্রায় নির্ধারণ করা যায়। পরবর্তীকালে কোনো এক পক্ষ যা দাবি করতে পারে তার ভিত্তিতে নয়, অথবা পরে যা অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে বলা হতে পারে তার ভিত্তিতে নয়। এই বিষয়ে ভারতীয় ব্যাংক অন্যান্যরা বনাম কে. মোহন্দাস ও অন্যান্যরা, (২০০৯) ৫ এস সি সি ৩১৩ মামলায় নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

"২৮) একটি চুক্তির প্রকৃত গঠন অবশ্যই ব্যবহৃত শব্দের আমদানির উপর নির্ভর করবে এবং পক্ষগুলি পরে কী বলতে চায় তার উপর নয়। চুক্তির সম্পাদনে পক্ষগুলির পরবর্তী আচরণ চুক্তিতে ব্যবহৃত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন শব্দের প্রকৃত প্রভাবকে প্রভাবিত করে না। পার্শ্ববর্তী পরিস্থিতি এবং চুক্তির উদ্দেশ্যের আলোকে বিবেচনা করে পক্ষগুলির অভিপ্রায় অবশ্যই তাদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে নিশ্চিত করতে হবে। চুক্তির প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য পক্ষগুলির অভিপ্রায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা।"

২১) তারিখের উত্তরদাতার চিঠিগুলি এই বোঝার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে এটি নিজেই জো ভুল বোঝার অধীনে ছিল যে আরএলএনজি কখনই চুক্তির অধীনে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। প্রথমটিতে, উত্তরদাতা লিখেছিলেন, "আমরা আপনার ভাল অফিসের কাছ থেকে নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করছি যাতে আরএলএনজি ব্যবহারের জন্য আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় সম্মতি, যদি থাকে, এবং ফলস্বরূপ শুল্ক বৃদ্ধির জন্য এটি আরও এগিয়ে নেওয়া যায়।

পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ পুনরায় কেজি-ডি৬ বেসিন থেকে গ্যাসের ঘাটতি পূরণের জন্য আর এল এন জি ব্যবহারের অনুমতি চায় এবং তার ব্যবহারের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। উত্তরদাতার উল্লেখ যে এগুলি কেবলমাত্র তথ্য ছিল এবং নয়, আর. এল. এন. জি ব্যবহারের অনুমতির অনুরোধ তাদের ব্যবহৃত সরল ভাষা থেকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আবেদনকারী তার তারিখের -এ প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম উল্লেখ করে। এর পরেই ২০১৩ সালের ও. পি. -এ উত্তরদাতা কমিশনের কাছে যান। উত্তরদাতার আবেদনগুলি, যেমন এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার নিজস্ব বোঝাপড়া আরও নিশ্চিত করে যে আর. এল. এন. জি-কে কখনই প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি, যা কেবলমাত্র "৯. যেহেতু উপরোক্ত পরিস্থিতি আবেদনকারীর উৎপাদন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, আবেদনকারী আর. এল. এন. জি ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন। এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারী ইতিমধ্যে উত্তরদাতা নম্বর ২ এবং ৩-এর কাছে তার তারিখের ৭/৮/২০১২ এবং ২৭/৮/২০১২ (যথাক্রমে সংযুক্তি পি-২ এবং পি-৩ হিসাবে উপস্থাপিত) চিঠির মাধ্যমে উপস্থাপনা করেছেন। এই দুটি চিঠিতে, আবেদনকারী উক্ত উত্তরদাতাদের কাছে আর. এল. এন. জি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং আবেদনকারীর উক্ত অনুরোধের পরিস্থিতি/কারণগুলি প্রমাণ করেছিলেন।

"৯. উপর্যুক্ত পরিস্থিতি যেহেতু আবেদনকারীর বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে, তাই আবেদনকারী আর এল এন জি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছে। এই বিষয়ে, আবেদনকারী ইতিমধ্যেই প্রতিপক্ষ নম্বর ২ ও ৩-কে ০৭/০৮/২০১২ এবং ২৭/০৮/২০১২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে (যথাক্রমে সংযুক্তি পি-২ এবং পি-৩ হিসেবে দাখিল করা হয়েছে) অবহিত করেছে। এই উভয় চিঠিতেই আবেদনকারী উল্লেখিত প্রতিপক্ষদের নিকট আর এল এন জি ব্যবহারের অনুমতির জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং উক্ত অনুরোধের পেছনের পরিস্থিতি/কারণগুলি উপস্থাপন করেছে।"

১০) আবেদনকারীর সম্পূর্ণ বিস্ময় এবং হতবাক করার জন্য, আবেদনকারীর উপরের অনুরোধগুলি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে, উত্তরদাতা নং ৩ আবেদনকারীর উপরের অনুরোধটি তার ১০/০৯/২০১২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

২২) বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর ধারা ১১-এর অধীনে যথাযথ আদেশের পরে, স্বল্প সময়ের জন্য, জরুরি পরিস্থিতিতে এক বা দুটি অনুষ্ঠানে আরএলএনজি-র বিক্ষিপ্ত ব্যবহার, আরএলএনজি-কে জ্বালানি শব্দটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বা আপিলকারী এর ব্যবহারে সম্মত হয়েছিলেন বলে যুক্তি দেওয়ার নিয়মকে ব্যতিক্রম করতে পারে না। আপিলকারীর দ্বারা ছাড়ের প্রশ্ন বা অনুমোদন এবং প্রত্যাখ্যানের নীতি প্রয়োগের প্রশ্ন মামলার তথ্যে উত্থাপিত হয় না।

২৩) বর্তমান চুক্তিটি ছিল জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কেনার জন্য যা যুক্তিসঙ্গত মূল্যের ছিল যাতে গ্রাহকের স্বার্থে এর থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিঃসন্দেহে, জ্বালানির দাম আপিলকারীর মনে একটি প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় ছিল।

যে প্রাসঙ্গিক পটভূমিতে পিপিএ মূলত তৈরি করা হয়েছিল, পরবর্তী সংশোধনীগুলি, চুক্তির উত্তরদাতার বোঝাপড়া যা তার নিজস্ব যোগাযোগ এবং যুক্তি থেকে প্রতিফলিত হয়, এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক করে তোলে যে একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা এই প্রশ্নটিকে দেওয়া উচিত যে আরএলএনজি কখনও "প্রাকৃতিক গ্যাস" শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কিনা, যেমনটি বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম গ্রিন রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ, (১৯৯০)। এসসিসি ৭৩১ঃ

"২৩...প্রতিটি চুক্তির উদ্দেশ্য এবং এর সম্পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিবেচনা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পক্ষগুলির অভিপ্রায় সংগ্রহ করার প্রচেষ্টায় সমগ্র প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে, যদিও তদন্তের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য হল একটি বিচ্ছিন্ন ধারার অর্থ....."

২৪) বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কমিশনের সামনে উত্তরদাতার দ্বারা কার্যধারা প্রবর্তন পর্যন্ত পক্ষগুলি তাদের আচরণ এবং লেনদেনের মাধ্যমে তাদের বোঝার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ছিল যে আরএলএনজিকে পিপিএ-র অধীনে "প্রাকৃতিক গ্যাস" শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। গেদেলা সচ্চিদানন্দ মূর্তির (উপরে) পর্যবেক্ষণগুলি বর্তমান মামলার তথ্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ঃ -

"৩২... সুশ্রী রিচ যে নীতির উপর নির্ভর করেন তা হল লর্ড ডেনিং, এম.আর. কর্তৃক প্রণীত অ্যামালগ্যামেটেড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড প্রপার্টি কোং লিমিটেড বনাম টেক্সাস-কমার্স ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, [১৯৮২] ১ কিউবি, পৃষ্ঠা ১২১-এ :

"যদি কোনও চুক্তির পক্ষগুলি, তাদের লেনদেনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তার শর্তাবলীর উপর একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রাখে-যার বিশ্বাসের উপর তাদের প্রত্যেকে-অন্যের জ্ঞানের জন্য-কাজ করে এবং তাদের পারস্পরিক বিষয়গুলি পরিচালনা করে-তারা সেই ব্যাখ্যার দ্বারা আবদ্ধ হয় ঠিক যেমন তারা এটিকে চুক্তির একটি বৈচিত্র হিসাবে লিখেছিল। তাদের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাটি সঠিক কিনা-বা তারা ভুল ছিল কিনা বা না-বা তাদের মনে মূল শর্তাবলী ছিল কিনা তা অনুসন্ধান করার দরকার নেই। এটি যথেষ্ট যে তাদের লেনদেনের প্রক্রিয়া দ্বারা, তাদের চুক্তিতে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা রাখে এবং তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না।"

(জোর দেওয়া হল)

২৫) একটি বাণিজ্যিক দলিলকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যাতে পক্ষগুলোর মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্নতা আসে । এই ধরনের পরিস্থিতি শুধুমাত্র বিবেচনা করা যেতে পারে যখন চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর করার জন্য অন্তর্নিহিত শব্দটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করা যেতে পারে। যদি চুক্তিটি পক্ষগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্যের আলোকে তার সরল অর্থে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তাহলে ব্যবসায়িক কার্যকারিতা বা পক্ষের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আদালত বা অন্য কোনো পক্ষের দ্বারা গোপন শর্তাদি যুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে না, যেমনটি সত্য জৈন (মৃত) লর্ডস অন্যান্যরা অন্যান্যরা বনাম আনিস আহমেদ রুশদি (মৃত) লর্ডস এবং অন্যান্যরা , (২০১৩) ৮ এসসিসি ১৩১, এমামলায় বলা হয়েছে, নিম্নরূপ:-

"৩৩) ব্যবসায়িক কার্যকারিতার নীতিটি সাধারণত একটি চুক্তি বা চুক্তিতে 'টার্ম' পড়ার জন্য আহ্বান করা হয় যাতে বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ করা পক্ষগুলি ফলাফল বা পরিণতি অর্জন করতে পারে। ব্যবসায়িক কার্যকারিতা মানে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তৈরি করার ক্ষমতা। ব্যবসায়িক কার্যকারিতার ক্লাসিক পরীক্ষাটি মুরককে লর্ড জাস্টিস বোয়েন, এলজে দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল। এই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন যে চুক্তিটিকে ব্যবসায়িক কার্যকারিতা দেওয়ার প্রয়োজন হলে কেবলমাত্র টার্মটি বোঝানো যেতে পারে যাতে দলগুলি যুক্তিসঙ্গত ব্যবসায়ীদের মতো বিবেচনার ব্যর্থতা এড়াতে পারে, তবে কেবলমাত্র সবচেয়ে সীমিত মেয়াদটি তখন বোঝানো উচিত-এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ন্যূনতম ন্যূনতম। যদি চুক্তিটি শব্দটি ব্যতীত ব্যবসায়িক অর্থবোধ করে তবে আদালতগুলি একই বোঝাবে না। বোয়েন, বিজ্ঞ বিচারপতি -এর মতামত (উপরে উল্লেখিত) থেকে নিম্নলিখিত উত্তরণটি, মুরের অবস্থানে (মুরঃ/পি/পি)

"...এই ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, আইন যা কার্যকর করতে চায় তা হল লেনদেনের জন্য এমন ব্যবসায়িক কার্যকারিতা প্রদান করা যা অবশ্যই উভয় পক্ষের ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমস্ত ইভেন্টে উদ্দেশ্য করা উচিত; লেনদেনের সমস্ত বিপদ একদিকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, বা ব্যর্থতার সমস্ত সম্ভাবনা থেকে এক পক্ষকে মুক্ত করা নয়, বরং প্রতিটি পক্ষকে সমস্ত ক্ষেত্রে আইনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, যেমনটি উভয় পক্ষের বিবেচনার মধ্যে থাকতে হবে যে তাকে সেই বিপদ বা সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হওয়া উচিত।"

৩৪) যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম মনুভাই ধর্মসিংহভাই গজেরা এবং ওআরএস-এর এই আদালত একটি চুক্তিতে একটি অব্যক্ত শব্দ পড়ার সময় পরিস্থিতি বিবেচনা করেছিল যে এই ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত হবে যে এই ধরনের শব্দটি সর্বদা এবং স্পষ্টতই পক্ষগুলির দ্বারা এবং তাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল।

এই বিষয়ে কিছু বিদেশী বিচারব্যবস্থার আদালত কর্তৃক প্রকাশিত কিছু পর্যবেক্ষণ এই আদালত প্রতিবেদনের ৫১ অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করেছে।যেহেতু বর্তমান মামলায় এর প্রয়োগ থাকতে পারে, তাই উল্লিখিত পর্যবেক্ষণগুলি লক্ষ্য করা দরকারী হবেঃ (এসসিসি পৃষ্ঠা ৪৩৪)

"৫১....'..."প্রাইমা ফেসিই (প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে) যা কোনো চুক্তিতে গোপন বা অন্তর্নিহিত হিসেবে ধরা হয় এবং প্রকাশ করতে হয় না তা এমন কিছু যা এতটাই স্পষ্ট যে সেটি বলা ছাড়াই বোঝা যায়; অর্থাৎ, যদি পক্ষেরা তাদের চুক্তি করার সময় কোনো এক অনধিকারপ্রবেশকারী তাদের চুক্তিতে তার জন্য কোনো প্রকাশিত বিধান প্রস্তাব করে, তবে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে সাধারণ 'ওহ, অবশ্যই!' বলে তাকে চুপ করিয়ে দিত।" শিরল বনাম সাউদার্ন ফাউন্ড্রিজ (১৯২৬) লিমিটেড, কেবি, পৃষ্ঠা ২২৭।

"একটি প্রকাশিত শর্ত গোপনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে শুধুমাত্র যদি আদালত পায় যে পক্ষগুলি অবশ্যই চুক্তির অংশ হিসেবে সেই শর্তটি অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল: কেবলমাত্র আদালত যদি পায় যে এই ধরনের শর্ত পক্ষগুলি যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করত যদি তাদের কাছে তা প্রস্তাব করা হতো, তাহলে তা যথেষ্ট নয়: এটি এমন একটি শর্ত হতে হবে যা বলার অপেক্ষা রাখে না, একটি শর্ত যা চুক্তির ব্যবসায়িক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়, এমন একটি শর্ত যা, যদিও মৌন, পক্ষগুলি নিজেদের জন্য গঠিত চুক্তির অংশ ছিল। ট্রলোপ অ্যান্ড কলস লিমিটেড বনাম নর্থ ওয়েস্ট মেট্রোপলিটন আঞ্চলিক হাসপাতাল বোর্ড, অল ইআর পৃষ্ঠা ২৬৮ক-খ।""

৩৫) অতএব, ব্যবসায়িক কার্যকারিতা পরীক্ষা শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত যেখানে চুক্তিটি তৈরির সময় পক্ষগুলি স্পষ্টভাবে বলতে পারত যে শব্দটি অন্তর্নিহিতভাবে পড়তে চাওয়া হচ্ছে..."

২৬) পি. এন. জি. আর. বি আইনের ধারা ২ (যে ক) (আই)-এ প্রাকৃতিক গ্যাসের সংজ্ঞার বর্তমান বিতর্কের সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই কারণ পেট্রোলিয়াম পণ্য ও প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিশোধন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বিপণনের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। একইভাবে, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিতর্কের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক গ্যাস সমিতি (উপরে উল্লেখিত)-এ করা পর্যবেক্ষণের পিপিএ-র ব্যাখ্যার সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

'অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, সময়ে সময়ে সংশোধিত চুক্তির অধীনে পক্ষগুলির উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিসঙ্গত মূল্যের জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, যাতে গ্রাহকদের কাছে যুক্তিসঙ্গত হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। অতএব, জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস নির্বাচনকে কেবলমাত্র তার প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকা প্রাকৃতিক গ্যাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হিসেবে বোঝাতে হবে।

২৮) অতএব, আপিল মঞ্জুর করতে হবে, আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল করা হবে এবং ০৮/০৮/২০১৩ তারিখের কমিশনের আদেশটি নিশ্চিত করা হবে।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল অনুমোদিত হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal